'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১৯টির মধ্যে)৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০২১
(বিশেষ সংখ্যা)

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

Scanned with CamScanr

গদাধরমতে তত্ত্বচিন্তামণিস্থ ব্যাপ্তির দ্বিতীয় লক্ষণার্থ বিচার

রিয়া পাল

আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হল ন্যায়দর্শন। ন্যায়দর্শনে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত - প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রাচীনন্যায়দর্শনে পরামর্শজ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ রূপে এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে ব্যাপাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। নব্যন্যায়দর্শনে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানপ্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়েছে। অতএব প্রাচীন ও নব্য ন্যায়দর্শনে উভয়ত্রই ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপযোগিতা অপরিসীম। নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির স্বরূপ পর্যালোচনাবসরে প্রাচীননৈয়ায়িকদের মতানুসারে ব্যাপ্তির লক্ষণগুলি পূর্বপক্ষীর লক্ষণরূপে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রাচীনদের পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন - সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসমানাধিকরণ্যম্, সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠা ভাব প্রতিযোগিত্বম্, ও সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্[১]। আমরা এই প্রবন্ধে সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যা ভাববদ বৃত্তিত্বম্ এই দ্বিতীয়লক্ষণের অর্থ তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার শ্রীরঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি টীকা ও দীধিতির উপর বিরচিত শ্রীগদাধর ভট্টাচার্যের গাদাধরী টীকা অবলম্বন করে আলোচনা করব।

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ - ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণটি অব্যাপ্যসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ এর অর্থ - সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব হল ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করলে কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ এই অব্যাপ্যসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেমন, কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ এখানে -

সাধ্য - কপিসংযোগ, সাধ্যাভাব - কপিসংযোগাভাব,

সাধ্যাভাবের অধিকরণ - কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ - বৃক্ষ, যেহেতু অগ্রদেশাবচ্ছেদে বৃক্ষ হল কপিসংযোগী মূলাবচ্ছেদে নয় এই প্রতীতিবশতঃ বৃক্ষে অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকে।

সাধ্যাভাবের অধিকরণে এই বৃক্ষে এতদ্বৃক্ষত্বরূপ হেতু থাকায় হেতুতে সাধ্যা ভাবাধি করণনিরূপিতবৃত্তিত্ব থাকল। ফলতঃ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বা ভাবরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় অব্যাপ্তিদোষ হল।

উক্ত অব্যাপ্তি দূর করার জন্য প্রাচীনগণ ব্যাপ্তির দ্বিতীয়লক্ষণ উপস্থাপন করেন - এটি রঘুনাথ শিরোমণির মত। সেই প্রাচীনগণের মতানুসারে গঙ্গেশ উপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে দ্বিতীয়লক্ষণটি প্রতিপাদন করেছেন - সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্

Scanned with CamScanner